এই তো তোমায় পাওয়া

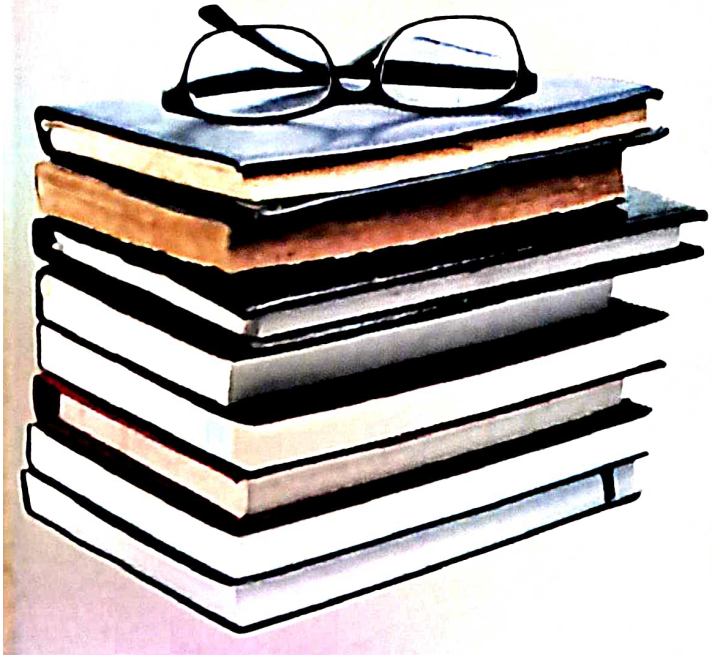

সম্পাদনা
অরুণকুমার শাসমল
প্রশান্ত কুমার দাস
সেখ সাব্বির হোসেন

Ei to Tomay Paoya

A Collection of Articles on Prof. L. A. Khan

Edited by Arun Kumar Sasmal

Prasanta Kumar Das & Sk Sabbir Hossen

© অরুণকুমার শাসমল

প্রথম প্রকাশ : ৮ মার্চ, ২০২০

প্রচ্ছদ : কমলেশ নন্দ

ISBN 978-93-89209-59-4

'কবিতিকা'র পক্ষে কমলেশ নন্দ কর্তৃক রাঙামাটি, মেদিনীপুর,
পশ্চিম মেদিনীপুর ৭২১১০২ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক
ডি ডি অ্যান্ড কোং, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কোলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত

ওয়েবসাইট www.kabitika.com ই-মেল kabitika10@gmail.com
মোবাইল 98321 30048

মূল্য : ৪০০ টাকা মাত্র

সূচি

প্রথম পর্ব

ভুলি কেমনে

আমার স্যার । শৌভিক রায় ১৫

এক স্বপ্নপোতা আবিষ্কার । সুমনা দাস ৩৪

আমার মাস্টারমশাই । দিলীপ মহান্তী ৪০

প্রণতি তব চরণে । সোনালী গোস্বামী ৪৭

আদ্যন্ত কবিমানুষ লায়েক আলি খান : দ্রোণাচার্যের প্রতি একলব্য । অরূপ পলমল ৫৫

লায়েক আলি খান : এক আলোকিত আচার্য । শুভঙ্কর দাস ৬৩

আমার অনুভবে : লায়েক আলি খান । বিমল মণ্ডল ৬৯

মনের মণিকোঠায় । মাণিক পট্টনায়ক ৭১

স্মৃতি কথার মালায় স্যার লায়েক আলি খান । সদানন্দ বেরা ৭৪

অন্তরের আহ্বানে— আপনাকে । তিন্নি ধর (তুঙ্গ) ৭৮

আমার শিক্ষাগুরু প্রফেসর লায়েক আলি খান । সাধন চন্দ্র পণ্ডিত ৮০

আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি । সুশান্তকুমার দোলই ৮৩

আমার শিক্ষক : অধ্যাপক লায়েক আলি খান । বিপুল কুমার মণ্ডল ৮৫

প্রণমি তোমায় । নির্মল কুমার বর্মন ৮৮

শিক্ষাগুরু । সনৎ পান ৮৯

অনন্য । সুভাষ কাজলী ৯০

ভ্রমণসঙ্গী । কৌশিক মাজি ৯১

শ্রদ্ধেয় স্যার ও আমরা । সুবীর সাহু ৯৪

দিনগুলি মোর... । আত্রেয়ী মাল (সাহু) ৯৭

অশ্রু আঁখি পরে যদি ফুটে ওঠে তব স্নেহচোখ তবে তাই হোক । মৃণালকান্তি দাস ১০০

আমার স্যার । শিল্পা সেনাপতি ১১০

কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ । শ্যামলী মিশ্র ১১৩

আমার জীবনে 'স্যার' । স্নিগ্ধা অধিকারী ১২২
জীবন যাকে টানে । চিত্ততোষ পৈড়া ১২৫
স্মৃতির সরণী বাহী— অধ্যাপক লায়েক আলি খান । শোভন ঘোষ ১২৭
তত্ত্বাবধায়ক লায়েক আলি খান । অনিতা সাহা ১৩০
আমার চোখে অধ্যাপক ড. লায়েক আলি খান । প্রণবকুমার পট্টনায়েক ১৩৫
আমার প্রিয় অধ্যাপক ড. লায়েক আলি খান । সুব্রত সেনগুপ্ত ১৪০
নক্ষত্রের কাছাকাছি । সুব্রত চক্রবর্তী ১৪৭
পড়ানোর সুর আজও আমার কানে বাজে । অরূপ কুমার পাল ১৪৯
এক আদর্শ শিক্ষক লায়েক আলি খান । ইলতুৎ ইয়াসমিন ১৫১
আমার গুরুদেব, আমার পথপ্রদর্শক । অভিষেক রায় ১৫২
অন্তরার চিঠি ১৫৫
ছাত্রদরদী অধ্যাপক ড. লায়েক আলি খান । সুব্রত কুমার পাত্র ১৫৯
আমার মাথা নত করে দাও হে... । বিষ্ণুপদ দাশ ১৬২
মার্গদর্শক । জয়ন্ত কুমার মণ্ডল ১৬৬
মনের মানুষ । মিঠুন দত্ত ১৬৮
আমাদের স্যার— লায়েক আলি খান । প্রতিমা রায় ১৭১
এগিয়ে চলার ছন্দ জাগে তোমার প্রেরণায়... । অভিষেক রায় চৌধুরী ১৭৩
শ্রদ্ধেয় স্যার লায়েক আলি খান । পিনাকী দাস ১৭৬
আমার চোখে আমার স্যার । অরুণ কুমার শাসমল ১৭৯
আমার স্যার ও স্যারের আমি । সেখ সাব্বির হোসেন ১৮৪
পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক ড. লায়েক আলি খান :
স্মরণে ও মননে । কালীপদ নন্দ ১৮৭
প্রিয় স্যার ড. লায়েক আলি খান । ঐন্দ্রিলা দে ১৮৯
আমার প্রিয় শিক্ষক । অনুকূল দাস ১৯১
আমার প্রথম ক্লাস । অতনু জিৎ ১৯৪
আমার দিবাকর । মহঃ নাজমুল আরেফিন ১৯৬

এই তো তোমায় পাওয়া (গান) । অরুণকুমার শাসমল ১৯৯

কবিতা

দীর্ঘতর ছায়া বৈকালিক । শ্যামলী মিশ্র ২০০
প্রতি । পিউ মুখার্জী ২০১
চিহ্ন । আবদুর রহমান ২০২

প্রিয় লা. খান । উৎপল ঘোষ ২০৪
অস্তিত্ব । মিঠু জানা ২০৫
একরাশ সূর্যালোক । স্বপ্না সাহাগুপ্তা ২০৬
ড. লায়েক আলি খান । ভাস্করব্রত পতি ২০৭
প্রণম্য । মুনমুন দে ২০৯
স্মৃতিপটে লায়েক আলি খান । জগন্নাথ দাস ২১০

দ্বিতীয় পর্ব

আজো যে মনে

লায়েক সাহেবের লেখা । আজহারউদ্দীন খান ২১৩
হাস্যোজ্জ্বল লায়েক । রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২১৪
লায়েকবাবুকে যে ভাবে জানি । বাণীরঞ্জন দে ২১৬
লায়েক আলি খান : একজন প্রকৃত গবেষক । সৈয়দ আজিজুল হক ২১৮
লায়েক আলি খানের এজিদের কবিতা : স্বরূপ ও সিদ্ধির কথকতা । অনীক মাহমুদ ২২৪
আমার দেখা লায়েক আলি খান । সুদীপ বসু ২২৯
কত কথা ছিল বলিবার... । রামী চক্রবর্তী ২৩১
সাহিত্য-সমালোচক লায়েক আলি খান । বিকাশ রায় ২৪০
আমার অভিজ্ঞতায় অধ্যাপক লায়েক আলি খান । শর্মিলা বাগচী ২৪৬
আমার পড়া লেখক লায়েক আলি খান । বিপ্লব মাজী ২৪৭
অধ্যাপক লায়েক আলি খান : আমার অনুভবে । মীর রেজাউল করিম ২৫০
যতটুকু তাঁকে জানি । বিকাশ পাল ২৫৩
মহাজন অধ্যাপক ড. লায়েক আলি খান । প্রভাকর সেনগুপ্ত ২৫৪
প্রাণের মানুষ লায়েক । প্রভাত মিশ্র ২৫৭
'তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী' । ইন্দ্রনীল আচার্য ২৫৯
লায়েক আলি খান : স্মৃতির সরণি বেয়ে এক আদ্যন্ত বাঙালি মননশীল ব্যক্তিত্ব
মুজিবর রহমান ২৬১
অধ্যাপক লায়েক আলি খান নিয়ে কটি কথা । সুশান্ত চক্রবর্তী ২৬৬
অধ্যাপক লায়েক আলি খান প্রসঙ্গে । সুজিতকুমার পাল ২৬৮
লায়েকবাবু । সন্দীপকুমার মন্ডল ২৬৯
কাছের মানুষ লায়েক ভাই । আব্দুর রহিম ২৭৩

অনেক দিনের অনেক কথা । সৌগত চট্টোপাধ্যায় ২৭৫
এক ব্যতিক্রমী মানুষ অধ্যাপক ড. লায়েক আলি খান । রীনা পাল ২৭৮
এক দুর্লভ মানুষ সম্পর্কে । অশোক পাল ২৮০
এজিদের কবিতা : প্রেমের রক্তকমল । অমিতকুমার দাস ২৮২
ভালোলাগার মানুষ । ত্রিদিব কুমার দেব ২৯৬
শহরের এক প্রান্তে আমাদের দারুচিনি গাছ । মৃণাল শতপথী ২৯৮
যে সুর বাজে শিক্ষার আঙিনায় । বিদ্যুৎ পাল ৩০১
অনুবাদক লায়েক আলি খান । পরমেশ আচার্য ৩০৪
কবি লায়েক আলি খানের চোখে এজিদের অশ্রু আর নজরুলের আলো আগুন
সুনীল মাজি ৩০৯
অধ্যাপক লায়েক আলি খান : এক মৌলিক চিন্তাবিদ । অমৃতা খেটো ৩৩১
বিস্ময়কর অধ্যাপক ও স্রষ্টা । ইয়াসিন খান ৩৩৩
প্রসঙ্গ : অধ্যাপক লায়েক আলি খান । দুঃখানন্দ মণ্ডল ৩৩৬
স্যারের সঙ্গে সাক্ষাতের একটি বিশেষ দিন । মহ: আলাউদ্দিন ৩৪৩
স্যারকে যেমন দেখেছি । কেয়া শাসমল ৩৪৫
আমার স্বামী, সংসার ও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় । ইরানী খান ৩৪৭
আমার আব্বুর কথা : স্মৃতির কোলাজ । সিমুম খান ৩৫৩

তৃতীয় পর্ব

কথা ও আলাপন

লায়েক আলি খান আলাপের আঙিনায় । সাক্ষাতকার : প্রশান্ত কুমার দাস ৩৬৩

ডি. লিট্ প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক/অধ্যাপিকা ও ছাত্র ছাত্রীর
দেওয়া অভিনন্দন বার্তার প্রত্যুত্তরে ৩৮৪

গ্রন্থসম্ভার ৩৮৭

লেখক পরিচিতি ৩৮৯

স্মৃতিচিত্র ৩৯৩

পড়ানোর সুর আজও আমার কানে বাজে

অরূপ কুমার পাল

সময়ের নিরিখে আপাত বিচ্ছেদটা প্রায় ৯ বছরের। ২০১০ সালের পর স্যারের প্রথাগত ক্লাস আর করা হয়নি। ছাত্র থেকে নিজেই এখন শিক্ষকের ভূমিকায়। কিন্তু স্যারের পড়ানোর সেই সুর আজও আমার কানে বাজে। তাঁর পড়ানোর বাচনভঙ্গিমা অবশ্যই অন্যের কাছে ঈর্ষণীয়। সে কথা বারে বারে তাঁর অনুগামীদের কাছেও শোনা যায়। তাঁকে অনুকরণ করার স্পর্ধা আমার নেই। কিন্তু কোথাও যেন পড়ানোর সেই সুর আমার মনে নাড়া দিয়ে যায়, আমি যখন ক্লাস নিই ছাত্রদের। তখন স্যারের ক্লাসের সেই কথাগুলো যেন প্রতিধ্বনিত হতে থাকে নিজের মধ্যে তখনই নিজের মধ্যে এক আনন্দ ও সুখানুভূতি জাগ্রত হয়, যা বলার বা প্রকাশ করার কোন জায়গা ছিল না, যদি না এই কলম ধরার সুযোগ হত।

বাঁধাধরা সময়ে আবদ্ধ ছিলেন না স্যার, ছিল না তাঁর ক্লাসগুলো। ক্লাসের শেষ কখন পড়াতে গিয়ে তিনি নিজেই ভুলে যেতেন হামেশাই। অন্য স্যার বা ম্যাডাম দরজার পাশ দিয়ে উঁকি দিয়ে গেলেই স্যার বুঝতেন ক্লাসের সময়টা হয়তো তিনি পেরিয়ে গিয়েছেন! তিনি নিজেও একবার ক্লাসে বলেছিলেন, 'আচ্ছা পড়ার ভাবকে কি সময়ে বাঁধা যায় বলো তো ?' সময়ের ঘড়ি ধরে কখনও পড়াতেন না তিনি। কিন্তু ক্লাসে আসতেন ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে। দেরি করে কেউ ঢুকলে বলতেন ১১ টার ক্লাস মানে ১১টার ক্লাস। আপন মনের খেয়ালী মাধুরী মিশিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ক্লাস নিতে পারতেন তিনি। ক্লাসে কোনদিন অধৈর্য হতে দেখিনি তাঁকে। আর ছাত্ররা ক্লাসের কথা বললে তিনি বেশি খুশি হতেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য পড়াতে গিয়ে এরকমই এক ঘটনা ঘটেছিল স্যারের ক্লাসে। ক্লাসটা শুরু হয়েছিল বিকেল তিনটে নাগাদ। বিকেল পাঁচটা গড়িয়ে গেলেও আমরা তা টের পাইনি। পড়ানোর মাঝেই এক সহপাঠী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'স্যার আমার ট্রেনের সময় হয়ে গিয়েছে। আমি তো ট্রেনে করে প্রতিদিন বাড়ি থেকে যাতায়াত করি।' আমরা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সত্যিই তো সাড়ে পাঁচটা বেজে গিয়েছে! কিন্তু স্যারের পড়ানোর

সুরে এতটাই মুগ্ধ ও বুঁদ হয়ে গিয়েছিলাম, সময় জ্ঞানটা তখনের মত হারিয়ে গিয়েছিল আমাদের।

একটা বিষয়কে কত নতুন ভাবে ভাবা যায় এবং উদার-বৃহৎ মানসিকতা নিয়ে আলোচনা করা যায় তা তাঁর ক্লাস বা আলোচনা না করলে বোঝা মুশকিল। তিনি ছিলেন সময়ের থেকে অনেকটাই এগিয়ে। মুক্ত চিন্তন ও মননের অধিকারী ছিলেন বলেই যে কোন জটিল ও কঠিন বিষয়কে সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাবে উপস্থাপিত করতে পারতেন অবলীলাক্রমেই। নাটক বা কবিতার ক্লাসে শুধুমাত্র তাঁর পাঠ-ই অর্ধেক বিষয়কে উন্মোচিত করত। পড়ানোর মাঝেই সে বিষয়ে গবেষণা সূত্রের কথাও উল্লেখ করতেন তিনি। এককথায় স্যার সময়ে আবদ্ধ নন, তিনি সময়োত্তীর্ণ। তাঁর কাছে পাওয়া স্নেহ ও ভালোবাসা আমার জীবনে পাথেয় হয়ে থাকবে। সবশেষে স্যারকে আমার প্রণাম জানাই। স্যার খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন...